গন্ধর্ব্বনগর

ব্যঙ্গনাট্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ,
বিরচিত।

৯১।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট "নববিভাকর যন্ত্রে"
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২১।

বিজ্ঞাপন।

লোকে আনন্দ চায়, স্ফূর্তি চায়; অসদ্বৃত্তির পরিপোষণ না করিয়া এই দুইটী দিতে পারিলে জনসমাজের মঙ্গল করা হয়। উপদেশের ন্যায় ব্যঙ্গ দ্বারাও ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত ত্রুটির সংশোধন হইয়া থাকে। এই দুইটী মৌলিক সত্য স্মরণ রাখিয়া গন্ধর্ব্বনগর রচনা করিয়াছি। ইহার ব্যঙ্গ বিদ্বেষপ্রসূত নয় এবং রুচিভঙ্গ দুর্নীতির সমর্থক নয় পাঠক মহাশয়কে ইহা স্মরণ রাখিতে বলি। গন্ধর্ব্বনগর উদ্দেশ্যের উপযোগী হইয়াছে বিবেচিত হইলে সুখী হইব। ইতি।

৩৫ নং গুয়াবাগান লেন
কলিকাতা।
১৩২১ অগ্রহায়ণ।

গন্ধর্ব্বনগর।

প্রথম দৃশ্য।

হিমাচল প্রদেশ।

গিরিশৃঙ্গ অবলম্বনে নারদের বীণা বাদন করিতে করিতে পৃথিবীতে অবতরণ।

রাগিণী—ইমন কল্যাণ, তাল—চৌতাল।

নারদ। তত্ত্বাতীত তুমি, হরি! তব তত্ত্ব কেবা জানে?
জ্ঞানী, গুণী কেহ, কভু, তোমারে না পান ধ্যানে।
প্রলয়-সিন্ধু-সলিলে তুমি বেদ উদ্ধারিলে,
বুদ্ধরূপে বেদকর্ম্ম তুমিই নাশিলে জ্ঞানে।
রামরূপে করি লীলা সলিলে ভাসালে শিলা,
অহল্যারে উদ্ধারিলা চরণের রজোদানে;
মায়ায় মোহিত করি রেখেছ, সবারে, হরি!
নাশ মায়া, আঁখি ভরি, তোমারে নেহারি প্রাণে॥

প্রভো! কি অপরূপ রূপই আজ দেখিয়েছ। তোমাকে যখনই দেখেছি, তখনই প্রাণ মোহিত হয়েছে; কিন্তু এমন রূপ ত আর কখন দেখিনে। সত্যই তুমি ভুবনমোহন বটে। মরি মরি কি ভঙ্গী! এমন ক'রে ত আর কেউ দাঁড়াতে পারে না; বাম পদের উপর দক্ষিণ

পদ বক্র করে, ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, কি মনোহর দাঁড়িয়েছিলে। ঠাকুর! যদি দাঁড়ালে, তবে তোমার নারদের হৃদয়মঞ্চের উপর অম্‌নি করে দাঁড়ালে না কেন? কি দৃষ্টি! তাতে কত স্নেহ, কত করুণা, কত আকুলতাই ব্যক্ত হচ্ছিল। মরি মরি কি সুন্দর! অঙ্গের পীতধড়া আর কখনত এমন উজ্জ্বল দেখিনে। কণ্ঠের বনফুলের মালা, আর কখন, এমন সুন্দর দেখেছি বলেত মনে হয় না। নির্জীব বনফুল যে এত সজীব বোধ হতে পারে, তা' জান্‌তাম না। মনে হচ্ছিল, প্রত্যেক ফুলটী, বুঝি, চক্ষু মেলে, তোমার অপরূপ রূপমাধুরী, যেমন করে শিশিরবারি পান করে, তেম্‌নি করে, পান কচ্ছিল। শিখিপুচ্ছ যখন শিখীর দেহে থাকে, তখন ত তার এমন শোভা হয় না। তোমার ভূষণ হ'লে কি তার এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য বাড়ে? প্রাণারাম! নারদকে আজ যে অপরূপ রূপ দেখিয়ে মুগ্ধ করেছ, চিরদিন, সেই রূপ দেখিয়ে মুগ্ধ করে রেখ। নারদ আর কিছু চায়না; অন্তরে বাহিরে, স্বপ্নে জাগরণে তোমায় দেখ্‌বে, কেবল এই চায়; আর চায়, তোমার শ্রীমুখের বাণী শুন্‌বে। তুমি তারে ডাক্‌বে "আয়, আয়, আয়", আর সে, ছুটে গিয়ে, তোমার চরণে লুটিয়ে পড়্‌বে।

(নেপথ্যে মধুর বংশীধ্বনি)

পৃথিবীতে এসেছি, তবুও তোমার বংশীর মধুর ধ্বনি

কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। কি মধুর! কি মধুর! যতই দূরে যাই, তোমার বংশীর আকর্ষণী শক্তি কি ততই বৃদ্ধি পায়? এ স্বর সকলে শুনতে পায় না কেন, ঠাকুর? কেবল নারদকে নয়, সকলকেই তোমার এই বংশীধ্বনি শোনাও। (চিন্তা করিয়া) আমি এ কি বল্‌চি? তুমিত শোনাতে ত্রুটী কর না. জীব, মোহে অন্ধ হয়ে, না শুন্‌লে তুমি আর কি কর্ব্বে? দেখি, নারদ এ কার্য্যে তোমার সেবকত্ব কর্‌তে পারে কি না। ভাল! হিমালয়েত এসেছি, এখন গন্ধর্ব্বদেশটা কি করে বার করি। শুনেছি, হিমালয়ের এই অংশেই মহর্ষি দেবলের আশ্রম। একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জানবার সুবিধা হয়। অই যে নামমাত্র তাঁর দর্শন পেলাম, এ দিকেই আস্‌চেন। এ ঠাকুরেরই দয়া!

(মহর্ষি দেবলের প্রবেশ)

নারদ। মহর্ষি! আপনার তপস্যার কুশলত?

দেবল। দেবর্ষির দর্শনে সমস্তই কুশল! কি ভাগ্য যে, আজ, অকস্মাৎ, আপনার দর্শন পেলাম। হঠাৎ এই দুর্গম প্রদেশে আগমন হল কেন?

নারদ। প্রভুর আদেশেই এসেছি। আজ প্রভু আমাকে ডাকিয়ে বল্লেন; "নারদ! পৃথিবীতে আবার ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হচ্চে, আবার আমি জন্ম

নেব। তুমি যাও, পৃথিবীতে গিয়ে আমার আবির্ভাবের কথা প্রচার কর।" তাই আমি এসেছি।

দেবল। আবার জন্ম নেবেন? ধর্ম্মীরূপে, কর্ম্মীরূপে, বীররূপে, কতদেশে, কতবার, যে জন্ম নিয়েছেন। জীবের প্রতি তাঁর এতই দয়া যে, বার বার জন্মগ্রহণের ক্লেশ সহ্য করেও, বলেছেন "আবার জন্ম নেব"। ধন্য তাঁর প্রেম, ধন্য তাঁর করুণা! দুর্দ্দান্ত হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি যে সেই কোমল অঙ্গে কত অস্ত্রাঘাত করেছে; সীতাশোকে যে, চোকের জলে বুক ভাসিয়ে, বনে বনে ঘূরে বেড়িয়েছেন; বুদ্ধরূপে যে, অনাহারে, অনিদ্রায় কঠোর তপস্যা করেছেন! তবুও আবার বলেছেন, "জন্ম নেব!" জীবকে কি শেখাচ্ছেন যে, জন্মধারণ ক্লেশ-কর নয়; কর্ম্মের জন্যই জন্ম। যখন তাঁর ইচ্ছা হয়েছে, তখন জন্ম নিন্, তখন আসুন; পাপে, তাপে জীর্ণ, রোগে, শোকে অবসন্ন মানবের কল্যাণের জন্য আসুন। দেবর্ষি! প্রভু, কবে, কোথায়, জন্ম নেবেন তা'কি কিছু বলেছেন?

নারদ। না। তা' কিছু বলেন নি; কিন্তু বলেছেন, সত্য যুগে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরের ভয় ছিল; ত্রেতায় রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের ভয় ছিল; দ্বাপরে শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি মনুষ্যের ভয় ছিল। তারা সকলেই বিনষ্ট হয়েছে।

যুগভেদে অসুরের, রাক্ষসের এবং মানবের অত্যাচার প্রবল হয়েছিল, তা লোপ পেয়েছে। কিন্তু এই বর্ত্তমান কলিযুগে গন্ধর্ব্বদের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। তাদের অত্যাচারের কথা, বারবার, আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। তারা মানুষকে রূপযৌবনের আকর্ষণে, ধনমানের প্রলোভনে পথভ্রষ্ট কচ্চে। তাদের অস্ত্র, লৌহের ন্যায় বা প্রস্তরের ন্যায়, কঠোর নয়, পুষ্পের ন্যায় কোমল ; কিন্তু বজ্রের অপেক্ষাও মর্ম্মভেদী। কত সাধ্বীনারী, তাদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ পতিকে হারিয়ে, কত পুত্রবৎসল জনক, তাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট, আশার স্থল, সন্তানকে হারিয়ে, হাহাকার কচ্চে। আহারে, পরিচ্ছদে, রুচিতে, ব্যবহারে, ব্যবসায়ে লোকে, নানা বিষয়ে, তাদের জন্যে উন্মার্গগামী হচ্চে। তাদের মায়ায় লোকে সত্যের সরল পথে গমন করে না ; বুঝেও বুঝে না, দেখেও দেখে না। ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, রাজা প্রজা, সকলেই, সমভাবে, তাদের মায়ায় মুগ্ধ হয়। তাদেরি মায়ায় বিদ্বান, বিদ্যা ছেড়ে, অর্থকর দাসত্ব খোঁজে ; রাজা, প্রজাদের প্রতি কর্ত্তব্য ছেড়ে, বিলাসে মগ্ন হয়ে থাকে ; বণিক্, ধর্ম্ম ভুলে, কপটতা, নীচতা করে ধনী হতে চায় ; সহৃদয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও, স্বদেশীয় আচার, ব্যবহার ত্যাগ করে, বৈদেশিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়। নারদ! তুমি পৃথিবীতে যাও, প্রকৃত অবস্থা কি গিয়ে দেখ! তারাই মানুষকে আকর্ষণ কচ্চে, না মানুষ, নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে,

তাদের দিকে ছুটে যাচ্চে, ভাল করে গিয়ে পরীক্ষা কর। যদি গন্ধর্ব্বদেরই দোষ হয়, তবে অসুর এবং রাক্ষসদের মত তা' দিগকেও বিনষ্ট কত্তে হবে। আর যদি মানুষই, মতিভ্রান্ত হয়ে, তাদের কাছে ধাবিত হয়, তা' হলে মানুষের বিবেক, মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান, আরও, উদ্বোধিত করতে হবে। প্রকৃত অবস্থা তোমার মুখে শুনে যা কর্ত্তব্য আমি স্থির করব।" তাঁর এই আদেশ শুনেই আমি পৃথিবীতে এসেছি। বলুন দেখি, গন্ধর্ব্ব নগর কোথায় ?

দেবল। প্রভু যা শুনেছেন, তা' অলীক নয়। বাস্তবিকই, লোক, গন্ধর্ব্বনগরের সুখ সৌন্দর্য্যের কথা শুনে, মুগ্ধ হচ্চে। দোষ গন্ধর্ব্বদের, কি জীবের সে বিচার প্রভুই কর্ব্বেন। কিন্তু লোক যে, দলে দলে, গন্ধর্ব্বনগরে যেতে চায়, তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অই দেখুন, এক দল যাত্রী সেই দিকে চলেছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, ঊর্দ্ধশ্বাসে, দৌড়চ্চে। ওরা যেরূপ উৎসাহে, যেরূপ স্ফূর্ত্তিতে ছুটেছে, তা'তে ডাক্‌লে যে, শুন্‌তে পাবে, ফিরে যে কথা কইবে, তা' বোধ হয় না। তবে একটী কোমলাঙ্গী নারী আর একটী বালক একটু আস্তে আস্তে যাচ্চে। ডাক্‌লে, বোধ হয়, শুনে, আস্‌তে পারে। আপনার অনুমতি হ'লে আমি ডাকি, আপনি দু' চারটী কথা জিজ্ঞাসা করুন।

নারদ। ভাল! ডাকুন ; ক্ষতি নাই।

দেবল। (উচ্চৈঃস্বরে) “ওগো নারি! অহে বালক! দু’জনে এ দিকে এস, একটী কথা বলব।

একটী সুবেশা নারী ও একটী সুবেশ বালকের প্রবেশ।

নারী। আপনারা আমায় ডাক্‌লেন কেন? আমি বড় ব্যস্ত, কি প্রয়োজন, শীঘ্র বলুন।

নারদ। তুমি এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্চ?

নারী। গন্ধর্ব্বনগরে।

নারদ। কেন? এদেশ ছেড়ে গন্ধর্ব্বনগরে যাচ্চ কেন?

নারী। এ দেশে সুখ নাই; এদেশে নিত্য উৎকণ্ঠা।

নারদ। তোমার কি অসুখ?

নারী। আমি উপন্যাস পড়্‌তে পাই না; এমন কি নূতন টিকটিকির গল্প গুল পর্য্যন্ত পাই না। মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা যখন ব্যবসাদার তখন তাদের কেবলই উপন্যাস লেখা উচিত; কিন্তু তা’ না লিখে এ, ও, তা বাজে কথা লেখে। পড়বার মত কিছু পাইনা; আমি কি নিয়ে থাকি?

নারদ। কেন তোমার কি ঘর সংসার নাই?

নারী। তার জন্যেত বুড় শাশুড়ী আর বিধবা ননদ রয়েছেন। তাঁরাই দেখুন না, আমার কি দরকার?

নারদ। তোমার অসুখের কারণ বুঝ্‌লাম, কিন্তু উৎকণ্ঠার কারণ কি?

নারী। আমার স্বামী বিদেশে থাকেন।

নারদ। অবশ্য এ জন্য তোমার উৎকণ্ঠা হ'তে পারে; তুমি কি তাঁর সংবাদ পাওনা?

নারী। না পাবারই মধ্যে; প্রতিদিন এক খানি বই পত্র আসেনা। তাও কি ছাই পত্রের মত পত্র? তাতে থাকে কেবল "মার শরীর ভাল নয়, বাসনের পাঁজা নিয়ে যেন পড়ে না যান; তুমি বাসনগুলি মেজো,"। "দিদি এই সে দিন বিধবা হয়েছেন, একাদশী করা তাঁর এখনও অভ্যাস হয়নি, আর কোন দিন রাঁধ্‌তে না পার, দ্বাদশীর দিন সকাল বেলাটা তুমি রেঁধ।" কেবল এই রকম কথা। এর নাম কি পত্র?

নারদ। কিরূপ পত্র পেলে তোমার উৎকণ্ঠা দূর হয়?

নারী। শুনুন; পত্রের পৃষ্ঠা হবে ন্যূন কল্পে ষোলটী; তাতে পাঠ থাক্‌বে প্রাণেশ্বরী নয় "কায়মন-বাক্যের অধীশ্বরী"; নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে থাক্‌বে কেবল মাত্র তোমারি নয়," তোমারি তোমারি তোমারি।" পত্রে অশ্রুচিহ্ন থাক্‌বে, তাম্বূলরঞ্জিত অধরের সংযোগচিহ্ন থাক্‌বে। প্রত্যেক তৃতীয় পংক্তিতে থাক্‌বে হয় রোমাঞ্চ, নয় কটাক্ষ, না হয় চুম্বন ইত্যাদি প্রেমিকজনোচিত শব্দ। আর সর্ব্বশেষে থাক্‌বে,

"ক্ষম অশ্রুচিহ্ন পত্রে, আনন্দে বহিছে

অশ্রুধারা"

কিম্বা "থাকিব নিরখি পথ স্থিরআঁখি হয়ে

উত্তরার্থে"

এরূপ পত্র না পেলে কি উৎকণ্ঠা দূর হয়?

নারদ। গন্ধর্ব্বনগরে গেলে কি তুমি এইরূপ পত্র পাবার আশা কর?

নারী। সেখানে যখন বিরহই নাই, তখন পত্রেরও প্রয়োজন নাই? কিন্তু আমার সময় যাচ্চে, আমি বিদায় নি? তার পূর্ব্বে আমার মনের কষ্ট সম্বন্ধে একটা গান তয়ের করেছি শুনুন;—

সঙ্গীত।

আমি কুলবালা; হয়ে ঝালা পালা,
ছুটেছি, দেখি কোথা ঘোচে জ্বালা।
হায়! নীরস অতি আমার প্রাণের পতি;
নাটুকে প্রেমে তাঁর নাহি মতি;
তাই শুকায়, নিতি, যত গাঁথি মালা॥

নারীর প্রস্থান।

দেবল। বালক! তুমি গন্ধর্ব্বনগরে যেতে চাও কেন?

বালক। আগে বলদেখি, তুমি কোন ইস্কুলের পণ্ডিত কিনা! এর পর এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে কাজ পেয়ে আস্‌বে, আর তখন ঝাল ঝাড়্‌বে।

দেবল। না বাপু! আমি পণ্ডিত নই, পণ্ডিতী কর্‌বারও আমার সম্ভাবনা নাই। তুমি, স্বচ্ছন্দে, আমাকে তোমার মনের কথা বল্‌তে পার।

বালক। আমার আর ভাল লাগে না; জ্বালাতন হয়েছি, সেই জন্যে বাড়ী ছেড়ে পালাতে চাই।

নারদ। তুমি বালক, তোমার এমন কি কষ্ট হল? বাপ, মা ছেড়ে কেন পালাতে চাও?

বালক। তুমি, ঠাকুর! তা' কি বুঝবে? বাপ, মাই ত যত কষ্টের মূল। দিন নাই, রাত নাই, কেবল বল্‌বেন "পড় পড় পড়"। পৃথিবীতে যেন আর কাজ নাই। হকি আছে, ফুটবল আছে, টেনিস্ আছে, ব্যাডমিণ্টন আছে, সার্কাস আছে, ঘুঁড়ী আছে, পায়রা আছে, ঘোড়-দৌড় আছে, চু কবাটী আছে, নৌকায় বাচ খেলা আছে; সে গুলর দিকে দৃষ্টি নেই, কেবল পড় পড় পড়। বার্ডসাই খেলে মা'ত্তে আস্‌বেন, পান খেলে ধম্‌কাবেন, সোজা সিঁতি কাট্‌লে বল্‌বেন "ছি ছি! বাবু হওয়া কি ভাল?" আমরা তবে কর্‌ব কি? ঘরেত এই জ্বালা, স্কুলে এর দশ গুণ জ্বালা। আর তুমি বল্‌চ কষ্ট কি?

নারদ। কেন স্কুলে কি কষ্ট?

বালক। কখন বুঝি স্কুলে যাওনি? বুঝ্‌বে কি? সেখানে এম্‌নি কড়াকড়ি যে, চুরট, বিড়িটা দূরে যাক্, চানাচুর, ঘুগ্‌নিদানাটী খাব তারও যো নাই। তার

উপর কি পড়তে হয় তা' জান? ভূগোল বলে একখানা বই আছে, তাতে সব অদ্ভুত অদ্ভুত যায়গার নাম আছে। একটা দেশ আছে, তার নাম কামচট্‌কা, সেখানে একটা অন্তরীপ আছে তার নাম লোপট্‌কা; চীন দেশে দুটো নদী আছে, একটার নাম হোয়াংহো, একটার নাম ইয়ং-সিকিয়াং; স্পেনে আর দুটো নদী আছে, একটার নাম গোয়াড়িয়ানা আর একটার নাম গোয়াডালকুইভার; এক সমুদ্রে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম ম্যাডাগাস্কার, তার রাজধানীর নাম আণ্টানানারিভো; পঞ্জাবে দুটো সহর আছে একটার নাম ডেরাগাজি খাঁ, একটার না ডেরাইসমাইল খাঁ; এই গুলো সব মুখস্থ কর্‌তে হবে। তারপর ইতিহাস; হাজার বচ্ছর আগে কে এক বেটা জন্মেছিল, তার নাম অলপ্তুজিন, তার জামাইএর নাম সবক্তজিন, তার বেটার নাম মামুদ। সে আঠার আঠার বার এই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। কখন কারুর গরু চুরী করেছে, কখন মন্দির ভেঙ্গেছে, কখন ঘরে আগুন দিয়েছে। এ গুল সব, একটার পর একটা, আমাদের মুখস্থ রাখ্‌তে হবে। আবার সকলের চেয়ে জ্বালা সংস্কৃতটা। দুটো ই, দুটো উ, দুটো জ, দুটো ন, দুটো ব, আবার তিন তিনটে শ। একি ঠিক করা মানুষের কাজ? তা না হয় করি; তিনটে চারটে অক্ষর জুটে তবে একটা উচ্চারণ হবে। ঊর্দ্ধ; একে দীর্ঘ ঊ

তারপর দয়ে, ধয়ে, বয়ে; আবার তার উপর একটা রেফ্। একটার কাঁধে একটা, তার কাঁধে আর একটা, তার উপর একটা নিশেন ধরে দাঁড়িয়ে আছে; যেন সার্কাসে বাজী দেখাচ্চে। এর উপর লট, লোট্, লিট্, লৃট্, লুঙ্, বিধিলিঙ্, আশীর্লিঙ্ কত রকমই যে আছে, তার ঠিক্ নাই। এক অতীত কাল, তাতে কখন হবে লিট্, কখন হবে লঙ্, কখন হবে লুঙ্। হন ধাতু; তার উত্তর অল্ কল্লে হবে বধ, ঘঞ কল্লে হবে ঘাত, আবার ক্যপ কল্লে হবে হত্যা। না আছে বিধি, না আছে, নিয়ম। ভার্য্যা মানে স্ত্রী, সেটা স্ত্রীলিঙ্গ; কলত্র মানেও স্ত্রী, সেটা ক্লীবলিঙ্গ; আবার দার মানেও স্ত্রী, সেটা হল পুংলিঙ্গ। সকলই অদ্ভুত। তাও কি, ছাই! সব ভাষার এক নিয়ম? ইংরেজীতে পড়লুম্ moon স্ত্রীলিঙ্গ; তাই বল্লুম বলে পণ্ডিত মহাশয় বেত মেরে বল্লেন চন্দ্র শব্দ অকারান্ত পুংলিঙ্গ। ইংরেজীতে পড়্লুম Father Tiber, পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন মাতর্গঙ্গে। সপ্তাহে সপ্তাহে exercise; মাসে মাসে পরীক্ষা; পাস দিতে গেলে আগে টেষ্ট-পরীক্ষার বৈতরণী পার হ'তে হয়; এতে যদি মানুষ জ্বালাতন না হয় তবে আর হবে কিসে? দিন রাত্তির আমাদের পেছু "পড় পড়" বলে না লেগে এ গুল সব তুলে দিলেত ভাল হয়। যারা পাশ করেছে, তাদেরও বানান ভুল হয়, ব্যাকরণ ভুল হয়, আর যারা পাশ করেনি,

তাদেরও হয়। পাশ করা না করাত সমান? তবে এত পীড়াপীড়ি কেন? দরকার মত টাকা নাও, আর বলে দাও "পাশ করেছে"। তোমরাও খুসী, আমরাও খুসী।

নারদ। গন্ধর্ব্বনগরে কি এ সকল উৎপাত নাই?

বালক। কিছু মাত্র না। সেখানে রেতে ঘুম আর দিনে ফুটবল খেলা; মাঝে মাঝে চা আর গল্প। Rugby, Association যে খেলা ইচ্ছে তাই খেলাতে পার। রাজসরকার থেকে বল দেয়, কিন্‌তেও হয় না। কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার বড় দেরি হল। দিদির সই, এতক্ষণে, অনেক দূর গিয়েছেন। আমি চল্লুম; যাবার সময় একটা গান শুনিয়ে যাই;

আমি সেথায় চলেছি;
আমি ঝেড়ে ধূলো, কেতাব গুলো শিকেয় তুলেছি।
সেথায় মোহন বাঁশীর সুরে, বোঁ বোঁ বোঁ লাটিম ঘুরে,
(সেথায়) যাব বলে, কাণটা মলে, দিব্যি গেলেছি।
পাস্‌টা সেথায় টেষ্ট বিনে, মাষ্টার দেন তাস্‌টা কিনে,
যাবার আগে সেই সু-দেশে সকল ভুলেছি।

বালকের দ্রুতবেগে গমন।

দেবল। দেবর্ষি! এইরূপ সহস্র সহস্র লোক, কল্পিত সুখ দুঃখের জন্যে, প্রতি দিন, গন্ধর্ব্বনগরের দিকে ছুটেছে। আপনি সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখুন, সমস্ত বুঝ্‌তে পার্‌বেন। সম্মুখেই মন্দাকিনী নদী, তার উত্তর

তীর দিয়ে পূর্ব্ব মুখে গেলেই গন্ধর্ব্বনগর দেখ্‌তে পাবেন। আমার সায়ংকৃত্যের সময় হল, আমি আসি। প্রত্যাগমনের সময় আমার আতিথ্য গ্রহণ কল্লে পরম সুখী হব।

দেবলের প্রস্থান।

নারদ। (পরিক্রমণান্তে) অইত গন্ধর্ব্বনগর দেখা যাচ্চে। আমি, ওখানে গিয়ে, একবার, গন্ধর্ব্বরাজের সঙ্গে দেখা করি। তা হ'লেই প্রকৃত অবস্থা জান্‌বার আমার সুবিধা হবে। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মানুষ, যেই হউক, ঠাকুর! তোমার কৃপায় নারদের কেউ শত্রু নাই। যেখানেই যাই, আদর, অভ্যর্থনা পাই; আর যদি ঘৃণা, উপেক্ষা, উৎপীড়ন পাই, তাতেই বা ক্ষতি কি? তোমার জন্য সবই সহ্য কর্‌ব। অই না কে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যাচ্চে। বেশ ভূষা এবং ভাবভঙ্গী দেখে ওদিগকে গন্ধর্ব্বী বলে বোধ হচ্চে। ভালই হয়েছে। এই মন্দাকিনী তীর * দিয়ে গিয়ে, প্রথমে, ওদের সঙ্গে দেখা করি।

নারদের প্রস্থান।

---

* এই মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গা নহে। হিমাচলস্থিত স্বনামপ্রসিদ্ধ নদী বিশেষ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দাকিনী তীরবর্ত্তী গন্ধর্ব্বনগরের সম্মুখস্থ উপবন।
উজ্জ্বলবেশে পুষ্পাভরণে শোভিতা গন্ধর্ব্বীদ্বয়
দণ্ডায়মানা।

উভয়ের সঙ্গীত।

এটা গন্ধর্ব্বদের দেশ।
হেথা নাই কলহ, নাই কোলাহল, নাহি দুঃখলেশ।

এদেশ সদাই অভিরাম, হেথা নাহি শ্রমের নাম,
অন্নবস্ত্র তরে হেথা নাহি ঝরে ঘাম;
হেথা, দিবানিশি, সবাই খুসী, ছোটে হাসির রেশ।

অই হা হা হা হা হা! শোন হাসির গর্ র্ রা টা,
অই নাচের তালে সবাই বলে বা! বা! বা!
হেথা নাই পাকা চুল, সবার মাথায় চাঁচর, চিকণ কেশ।

ফুর্ ফুর্ ফুর্ ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ মলয় হেথা বয়;
জুঁই মালতীর গন্ধে হেথা দেশটা মধুময়;
হেথা অনন্ত বসন্ত ঋতু না হয় কভু শেষ।

ফুলের পাতায় শুয়ে হেথায় দিনটা কাটে ঘুমে,
রাত্‌টা কাটে কি বল্‌ব আর, প্রিয়ার বদন চুমে;
যদি সুখ পেতে চাও এস হেথায়, পর মোহন বেশ॥

১মা। ও সই! সর্ব্বনাশ করেছি; দু'জনে কি গান গাচ্ছি? কে অই শুন্‌তে শুন্‌তে এদিকে আস্‌চেন, দেখ্‌তে পাওনি? সর্ব্বনাশ করেছি, কি হবে?

২য়া। কে আস্‌চেন?

১মা। কে আর? স্বয়ং নারদ মুনি। মহারাজ যে অই সব লোকের কাছে এ রকম গান কত্তে, একবারেই, বারণ করে দিয়েছিলেন। অই দেখ, মন্দাকিনীর তীর দিয়ে এদিকেই আস্‌চেন; গানটা যদি কাণে প্রবেশ করে থাকে, তা হলে আজ অনেক লাঞ্ছনা পেতে হবে। তাইত! গাছের আড়াল পড়েছিল বলে দেখ্‌তে পাইনে। কিন্তু এত কাছ থেকে উনি কি আর শুন্‌তে পান্‌নি? তার উপর নিজে একজন অদ্বিতীয় গায়ক; বাতাসে সুরটা উঠ্‌লেই সঙ্গে সঙ্গে কাণটা যে খাড়া হয়ে উঠ্‌বে। উনি নিশ্চয়ই শুন্‌তে পেয়েছেন।

১ম। তা' হলে উপায়?

২য়। উপায় আর কি? উনিত কারুকে অভিশাপ দেন্ না; দুটো চাট্টে উপদেশের কথা বল্‌বেন। কাণ পেতে শুন্‌ব, তার পর যা চিরকাল করি, তাই কর্‌ব।

১ম। এস ওঁকে ভাল দেখে গোটা কত ফুল তুলে দিই, যদি তাতে মনটা ঠাণ্ডা হয়।

২য়। ফুল দিয়ে মন ঠাণ্ডা কর্‌বার মত লোক উনি নন। দুটো চারটে তুলসী পাতা দিতে পার্‌লে বরং

কাজ হত। কিন্তু গন্ধর্ব্বনগর ওলট পালট কল্লেও ত কোথাও একটা তুলসীগাছ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর আর সকল জায়গার মত এখানেও পাতা বাহারের ছড়াছড়ি। যা হক, এস, দেখি, যদি খুঁজে পেতে একটা তুলসীগাছ পাই। কিন্তু তার আগে, এস, দুজনে সুরটা বদ্‌লে নিই।

১মা। বেশ বলেছ, এস!

রাগিণী—খট্‌; তাল—কাওয়ালী।

গেল গেল বৃথা জীবন;
স্মর গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ-চরণ।
এ সুখ সম্পদ কিছুই কিছু নয়,
বিলাস-রসে কভু না ঘোচে ভবভয়;
বারেক অন্তরে দেখহ, ধ্যান ধরে,
মুরলী লয়ে করে শ্রীরাধা মোহন॥

গন্ধর্ব্বীদ্বয়ের পুষ্পাহরণ।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আমাকে দেখেই এরা সুরটা বদ্‌লালে! ভেবেছে, আমি ওদের আগেকার গানটা শুনতে পাইনে। এইটাই দেখ্‌চি গন্ধর্ব্বদের বিশিষ্টতা; অসুর কিম্বা রাক্ষস এমন মায়া জানে না। নিজেদের রাজ্যের কি মনোমুগ্ধকর বর্ণনাই কল্লে। বল্লে কিনা সেখানে শ্রম করতে হয় না, ঘুমে আর ইন্দ্রিয়সেবাতেই দিন

গত হয়। এইটাই কি সুখ? কিন্তু হায়! এমন সহস্র সহস্র লোক আছে, যারা আলস্য আর ভোগকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে। তারা যে গন্ধর্ব্বদের কুহকে মুগ্ধ হবে, তাতে বিস্ময় কি? যা হ'ক যখন এসেছি, তখন ভাল করেই দেখে, শুনে যাব। এখন ওরা যে বিষ ঢেলে দিয়েছে, তার একটু প্রতিক্রিয়া আবশ্যক।

সঙ্গীত।

রাগিণী-বাগেশ্রী। তাল—আড়াঠেকা।

রয়েছ প্রমত্ত, জীব! কি সুখ,বাসনা লয়ে?
অমৃত-সাগর ত্যজি ক্ষার জলে মগ্ন হয়ে।
ঘৃত ঢালি হুতাশনে নিবা'তে বাসনা মনে,
লালসা কি ভোগ সনে যাবে ভাবিছ হৃদয়ে!
আত্মারূপে ভগবান তোমাতেই বর্ত্তমান,
কেমনে এ মহাজ্ঞান আছ ভুলিয়ে;
লভিয়া দুর্ল্লভ জন্ম যদি না সাধিলে ধর্ম্ম
বৃথা যে হইবে কর্ম্ম, র'বে পশুসম হয়ে॥

পুষ্পসংগ্রহান্তে গন্ধর্ব্বীদ্বয়ের প্রণাম।

উভয়ে। দেবর্ষি! প্রণাম করি।

নারদ। তোমাদের ধর্ম্মপথে মতি হ'ক, নারায়ণ তোমাদের অন্তরে প্রকাশিত হন।

উভয়ে। আপনার জন্য আমরা এই কেমন সুন্দর ফুল এনেছি, এই নিন্।

নারদ। দেখি কি ফুল ? এ যে দেখ্‌চি নূতন রকমের, এগুলির নাম কি ?

১মা। এর নাম পপি, এর নাম পান্সি, এর নাম কলিঅপসিস্।

২য়া। এর নাম ক্রিসানথিমম্, এর নাম মোরগঝুটী।

নারদ। এ গুলিতে গন্ধ আছে ?

১মা। আজ্ঞে না।

নারদ। এতে মধু আছে ?

২য়া। না। একটু আধ্‌টু থাক্‌তে পারে।

নারদ। এ ফুলে দেবতার পূজা হয় ?

১মা। না।

নারদ। তবে আমার জন্যে এ ফুল এনেছ কেন ? দেখ্‌চি, চাদ্দিকে কেমন সুন্দর জবা, কেমন সুন্দর মল্লিকা ফুটে আছে ; তাই আন্‌লে না কেন ?

১ম। ও সব ফুলের এখন আর চলন নাই। অনেকে বলেন, জবা দেখ্‌লে তাঁদের কালীমার জিব বার করা মনে পড়ে ; আর সবুজ পাতা দুটীর মধ্যে মল্লিকা ফুলের কুঁড়িটী দেখ্‌লে তাঁদের মনে হয় শ্যাম সুন্দর দাঁত বার করে রয়েছেন। এই জন্যে আমরা আপনাকে ও সকল ফুল দিতে ভরসা করিনে, এখনকার পছন্দসই ফুলই দিয়েছি।

নারদ। না না ! আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের

সেকেলে পছন্দ। আমাদের কাছে জবা, করবী, মল্লিকা এই সকল ফুলই ভাল। এখন বল দেখি, তোমরা প্রথমে কি গানটী গাচ্ছিলে ?

(পরস্পর অনুচ্চস্বরে) ওলো ! যা ভেবেছিলাম, তাইত হল ; এখন দেখা যাক্ কি হয়।

১মা। সে গান আপনার শোন্‌বার যোগ্য নয়।

নারদ। যদি শোন্‌বারই যোগ্য নয়, তবে গাচ্ছিলে কেন ?

২য়। আপনার শোন্‌বার যোগ্য নয় কিন্তু এমন হাজার হাজার লোক আছে, যারা সেই রকম গানই চায়। আমরা তাদের শোন্‌বার জন্যেই গাচ্ছিলাম।

নারদ। লোকে কি অই সকল গান শুন্‌তে চায় ? এমন লোক কত আছে ?

১ম। অসংখ্য। ভাল গান শোন্‌বার লোক যদি থাকে দশজন, রঙ্ তামাসার গান শোন্‌বার লোক আছে দশ হাজার জন।

নারদ। তোমরা কি নিজে এরকম লোক দেখেছ ?

২য়। না দেখ্‌লে কি আর আপনাকে বল্‌ছি ? প্রতিদিনই দেখি ; এই ক'দিন আগে যা দেখেছি, শুনুন। পূর্ণিমার দিন আমোদপুরের গোপীবল্লভজীর দোলযাত্রায় মহা ধূমধাম হয়। শুন্‌লাম, এবৎসর, সেখানকার বাবুরা কেবল আবীর, কুঙ্কুম আর গোলাপজলের জন্যে হাজার

টাকার উপর খরচ করেছেন। শুনে আবীরখেলা দেখ্‌তে আমাদের দু'জনার বড় সাধ হ'ল। তুলসীর মালা গলায় দিয়ে, তিলকসেবা করে, নামাবলী গায়ে, দু'জনে গিয়ে দোলমঞ্চের কাছে দাঁড়ালাম। দেখ্‌লাম, চারদিক্ লালে লাল হয়ে গিয়েছে। বুড় কর্ত্তাটীর মাথার সাদা চুল গুলি লাল পশমের টুপির মত দেখাচ্চে। দোলমঞ্চের মধ্যে গোপীবল্লভজী, শ্রীরাধিকাকে বামে নিয়ে, রূপোর দোলচৌকীতে দুল্‌ছেন। সর্ব্বাঙ্গ সোণার অলঙ্কারে ভূষিত; বড় শোভা হয়েছে; দেখে, মনের উচ্ছ্বাসে, আমরা, ভক্তিভরে, গান ধল্লাম; —

বাউলের সুর।

আমার দেহ-বৃন্দাবন;
আমার আত্মা তাহে শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
শোভে শ্রীকরে বাঁশী, শোভে শ্রীমুখে হাসি,
উজলে নিকুঞ্জ যেন জ্যোছনা-রাশি;
বাঁশী রাধা, রাধা, রাধা নামটী করে সদা উচ্চারণ।

নারদ। কি সুন্দর! কি সুন্দর! এমন সব গান তোমরা জান, তা না গেয়ে কি গান গেয়ে বেড়াও? নিজেরাও পতিত হও আর জীবকেও পতিত কর। এখন বল, তার পর কি হল।

২য়া। তার পর বাড়ীর কর্ত্তাটী গান শেষ না হ'তে হ'তেই বল্লেন, "থাক্ থাক্, আজ দোলের দিন, দশ জনে

আমোদ প্রমোদ কর্‌বে, আজ ও সকল তত্ত্বকথা থাক্।” এই বলে তাঁর উড়ে খান্‌সামাকে ডেকে হুকুম দিলেন, “অরে জগা! বষ্ণুমী মাগী দুটোকে দু’মুটো চাল আর এক একটা পয়সা দিয়ে বিদেয় কর্।”

নারদ। বটে! কত্তাটীর বয়স কত?

১মা। এই আপনার বয়িসি হবেন; দু’এক বছরের বড় ভিন্ন ছোট হবেন্ না।

নারদ। তার পর তোমরা কি কল্লে?

১মা। আমরাত লজ্জায়, মাথা হেঁট করে, সেখান থেকে পালালাম। তার পর সই বল্লেন, “এ ত দেখ্‌ছি মহারাজের ভক্ত প্রজা, সুবিধা পেলেই গন্ধর্ব্বনগরে যাবে। চল, অন্য সাজে সেজে এর কাছে যাই।” এই ঠিক্ করে, খ্যাম্‌টাওয়ালী সেজে, পেস্‌ওয়াজে, ওড়নায় ঝক্ মক্ কর্ত্তে কত্তে, সন্ধ্যের সময়, কত্তাটীর কাছে খবর পাঠালাম। খ্যামটাওয়ালী এসেছে শোন্‌বামাত্র কত্তা, নিজে, এসে দেউড়ী থেকে, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আমাদের দেখে কত্তার চোকে আর পলক পড়ে না। রূপোর পিচ্‌কিরী নিয়ে স্বহস্তে আমাদের বুকে, মাথায় গোলাপ দিলেন। “বড় আনন্দের দিনে, আপনারা, ভাগ্যগুণে, পঁহুছেছেন” এই বলে একেবারে গদ গদ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চক্‌বন্দী বাড়ীর উঠনে ফরাস বিছানা পড়্‌ল। যত লোক, গোপীবল্লভজীকে ছেড়ে

সেখানে এসে বস্‌ল। গরীব পুরুত ঠাকুরটী, কেবল ঠাকুরের শীতল দেবার জন্যে, একা মঞ্চের ভিতর বসে রইলেন। আমরা, আসরে নেমে, এম্‌নি করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে, গান ধল্লাম ;—

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ, তাল—কাওয়ালী।

তারে ভুলি কেমনে ?
মোহন মূরতি তার আঁকা মরমে।
হানিয়ে নয়নবাণ আকুল করেছে প্রাণ,
ঢেলে দেব কুলমান তারি চরণে।
ত্যজি গৃহ, ভয়, লাজ, ছুটিব খুঁজিতে আজ হৃদয়-ধনে ;
তনু হ'ল জর, জর, কি সুখে করিব ঘর্‌ ?
আপন হয়েছে পর তারি কারণে॥

এই গান শুনে কর্ত্তার পারিষদেরা একেবারে "বাহবা ! বাহবা !" করে উঠ্‌ল। আর কর্ত্তা দু'হাত থেকে দু'টী আংটী খুলে দু'জনকে দিলেন। তখনই লোক জনকে ডেকে বল্লেন্‌ "আমার বটুকখানার পাশের ঘরে এখনই পাখার বন্দোবস্ত কর, ওঁরা রাত্তিরে সেই ঘরেই থাক্‌বেন। দেওয়ানজীকে বল্লেন, "গোপীবল্লভজীর শীতলের জন্যে যে রাব্‌ড়ী আর ছানার পায়েস দোলমঞ্চে পাঠান হয়েছে, তা আনিয়ে ওঁদের জন্যে আগে পাঠাও ; পরে, আবার আনিয়ে, গোপীবল্লভজীকে দিও ; বেশী রাত্তির হলে ওঁদের কষ্ট হবে।" একজন মো সাহেব

শুনে বল্‌লে, "কর্ত্তা ঠিকই বিবেচনা করেছেন। গোপী-বল্লভজী ত আর হাত বার করে রাব্‌ড়ী, পায়েস খাবেন না; খাবে ত অই বামুন বেটারা। তাদের একটু দেরি হলে ক্ষেতি কি ?"

এখন আপনি বলুন, আমরা লোককে ভক্তিকথা শোনাব না নয়নবাণের কথা শোনাব ? আপনার মত ভক্ত ত কেউ নাই, আর ভক্তির গানও ত অমন কেউ কত্তে জানে না। আপ্‌নি নিজে একবার দেখুন, পৃথিবীর ক'টা লোক আপনার গান শুন্‌তে চায়।

নারদ। শুনুক্ আর নাই শুনুক্, যখন কণ্ঠ পেয়েছি, জিহ্বা পেয়েছি, তখন তাঁর কথা গান কর্‌বই কর্‌ব। তোমরাও তাই কর।

১ম। তা'হলে আপনি দেবর্ষি আর আমরা গন্ধর্ব্বী হয়েছি কেন ? সৃষ্টির প্রথম থেকে এই প্রভেদ চল্‌চে; চিরদিনই চল্‌বে। আপনার কাজ আপনি করুন, আমাদের কাজ আমরা করি। আপনি আর আমরা, সকলেই, এক কাজ কর্‌ব, তা কখনই হবে না। এখন অনুমতি হলে আমরা বিদায় নিতে পারি। আপনার আগমনে আমরা আজ মহারাজের কোন কাজ কত্তে পারিনে; রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হচ্চে।

নারদ। তোমাদের কি কাজ ?

২য়। মহারাজের প্রজা-সংগ্রহ।

নারদ। কিরূপে তোমরা এ কাজ কর?

১মা। গন্ধর্ব্বনগরের শোভা আর সুখ বর্ণনা করে।

নারদ। আর কিছু নয়? তাতেই এত লোক আকৃষ্ট হয়।

২য়। তাতেই এত লোক আকৃষ্ট হয়। আমরা মহারাজের আদেশে নগরে প্রান্তরে, মন্দিরে মস্‌জিদে, বিদ্যালয়ে বিচারালয়ে, যেখানে সুবিধা পাই, গন্ধর্ব্বরাজ্যের সুখ, সৌন্দর্য্য বর্ণনা করি; গৌরব ঘোষণা করি; আর দলে দলে লোক এসে আমাদের মহারাজের প্রজাত্ব স্বীকার করে। এখন আমরা বিদায় নি!

নারদ। এস! তোমাদের কাজ তোমরা কর, আমিও আমার কাজ কর্‌ব। আমি তোমাদের মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে যাচ্ছি। নারায়ণ তোমাদের সুমতি দিন্।

প্রণামান্তে উভয়ের প্রস্থান

সঙ্কীর্ত্তনের সুরে।

নারদ। হরি! মধুর মধুর, মধুর মধুর, মধুর তোমার নাম;
এ নাম স্মরণে, মননে, কথনে কীর্ত্তনে পূর্ণ হয় মনস্কাম।
হরিনামে মধুক্ষরে, নামে সুধা ঝরে,
শুনিলে জুড়ায় প্রাণ;
এ নাম অঙ্গের ভূষণ, আতপে চন্দন,
নাম মম সুখধাম।

মরমরি শাখী, কূজনিয়া পাখী
ঘোষে এই হরি নাম ;
অনলে, অনিলে, ভূধরে, সলিলে
(ওঠে) হরিনাম অবিশ্রাম।
নামের মহিমা, নামের গরিমা,
কে করিবে পরিমাণ ?
প্রভো ! এ তব সেবক, অবোধ বালক,
তারে কি হইবে বাম ?
(মূঢ় অধম বলে)

নারদের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গন্ধর্ব্বরাজের সভা।

সিংহাসনে গন্ধর্ব্বরাজ।

চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বীগণ।

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—কাওয়ালি।

গন্ধর্ব্বগণ। সবে, আয় আয় আয়!
সবে, আয় আয় আয়!

গন্ধর্ব্বীগণ। মরম বেদনা কেন সহিছ বৃথায়?

গন্ধর্ব্বগণ। হেথা কি শোভা অতুল,
ফুটেছে বিবিধ ফুল,

গন্ধর্ব্বীগণ। মাতোয়ারা অলিকুল গুন্ গুন্ গায়।

গন্ধর্ব্বগণ। হের অই নীলাকাশে
তারা সনে শশী হাসে,

গন্ধর্ব্বীগণ। ডেকে তবে লও পাশে ভালবাস যায়।

গন্ধর্ব্বগণ। ভোগ-সুখ, ধন, মান
দু'হাতে করিব দান,

গন্ধর্ব্বীগণ। এমন সুখের ধাম না পাবে কোথায়।

গন্ধর্ব্বগণ। ভুলি রোগ, শোক, জরা
এস, হেথা, এস ত্বরা;

গন্ধর্ব্বীগণ। এ নগরী সুখে ভরা বিদিত ধরায়।

নারদের প্রবেশ।

গন্ধর্ব্বরাজ (সিংহাসন ত্যাগান্তে দণ্ডায়মান হইয়া) দেবর্ষি! প্রণাম করি ; আজ আমি ধন্য ; আজ আমার সুপ্রভাত যে, গন্ধর্ব্বনগরীতে আপনার পদধূলি পড়েছে।

নারদ। (স্বগত) আদর, অভ্যর্থনা ত বেশ ; কিন্তু প্রবেশের সঙ্গে যে সঙ্গীত শুন্‌লাম তাতেই ত প্রকৃত আচরণ বুঝ্‌তে পাচ্চি। (প্রকাশ্যে) গন্ধর্ব্বরাজ! কল্যাণ হ'ক ; তোমার রাজ্য ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ক। প্রভুর আদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি। যদি তোমার অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, তা'হলে, আমি তোমাকে আমার আস্‌বার উদ্দেশ্য বল্‌তে পারি।

গ-রা। একে প্রভুর আদেশ তার উপরে আপনি দূত ; আপনার কথা শোন্‌বার চেয়ে আমার আর কি বড় কাজ থাক্‌তে পারে? কি বল্‌বেন, আজ্ঞা করুন্।

নারদ। প্রভু শুনেছেন যে, তোমার কার্য্যে পৃথিবী অধর্ম্মে, অসদাচারে পূর্ণ হয়েছে। তুমি তোমার অনুচর আর অনুচরীদিগের সাহায্যে, রূপযৌবনের আকর্ষণে, ধনমানের প্রলোভনে, জীবকে কুপথগামী কচ্চ। যদি তুমি সতর্ক না হও, হিরণ্যাক্ষ, রাবণাদির ন্যায় তুমিও বিনষ্ট হবে।

গ-রা। যিনি এক মুহূর্ত্তে এই ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট কত্তে পারেন, ক্ষুদ্র গন্ধর্ব্বরাজকে বিনষ্ট করা তাঁর পক্ষে কিছুই

কঠিন নয়। কিন্তু তার পূর্ব্বে যেন তিনি সূর্য্য, অগ্নি, যম প্রভৃতিকে বিনাশ করেন, তা না হলে তাঁর ন্যায়সঙ্গত বিচার হবেনা।

নারদ। কেন? তিনি সূর্য্য, অগ্নি, যমকে বিনাশ কর্ব্বেন কেন?

গ-রা। সূর্য্য কত সুন্দর সুকোমল ফুল, কত পুষ্টিকর বীজ শুষ্ক করে দিচ্চেন, অগ্নি কত গ্রাম, নগর, দেশ ভস্মসাৎ কচ্চেন, যম জীবের শরীরে প্রতি নিয়ত জরা, ব্যাধি সঞ্চার কচ্চেন, তাঁরাও জীবের শত্রু।

নারদ। না। তাঁরা জীবের শত্রু নন; তাঁরা জগতের মঙ্গলের জন্যই এইরূপ কচ্চেন।

গ-রা। দেবর্ষি! এই ক্ষুদ্র গন্ধর্ব্বরাজও যা কচ্চে, জগতের মঙ্গলেরই জন্য। প্রভু সূর্য্যকে যেমন আলোকের, অগ্নিকে যেমন উত্তাপের এবং যমকে যেমন ব্যাধির দেবতা করেছেন; আমাকেও তেমনি মোহের দেবতা করেছেন। রূপের মোহ, ভোগের মোহ, ধনের মোহ, সম্মানের মোহ, সকল মোহের, তাঁর আদেশে, আমি প্রেরণা করি। কিন্তু না কল্লে তাঁর সৃষ্টি থাক্‌ত না। যে মলক্লেদ-লিপ্তা শূকরীকে দেখে লোকের ঘৃণা হয়, শূকর তারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তারই জন্য অপর শূকরকে দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করে; নিজেও তা'র দন্তাঘাতে বিদীর্ণ হয়। যে শ্লেষ্মাপুরীষ দেখ্‌লে লোক

ঘৃণায় মুখ ফিরোয়, কত প্রাণী তারই আস্বাদে তৃপ্তি লাভ করে। যে গলিত দেহের দুর্গন্ধ লোকের পীড়া উৎপাদন করে, তারই মাংস ভোজনে কত জীবের বল বৃদ্ধি পায়, জীবন রক্ষা হয়। স্রষ্টাও যেমন এক, সৃষ্টি-কার্য্যের নিয়মও, তেমনই, এক। যে নিয়মের বলে শূকর মলক্লেদ-লিপ্তা শূকরীর প্রতি ধাবিত হয়, সেই নিয়মেরই বলে মানুষ অলকাতিলকাশোভিতা মানুষীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে নিয়মে কৃমিকীট দুর্গন্ধ মল এবং গলিত শব ভোজন ক'রে পরম সুখ অনুভব করে, সেই নিয়মেই মানুষ ঘৃত দুগ্ধাদি ভোজনে তৃপ্তি পায়। মোহই এর মূল, মোহই এর কারণ। এই মোহ না থাকলে সৃষ্টির কদর্য্য ও কুৎসিৎ জীবগুলি বিলুপ্ত হত; পৃথিবী দুর্গন্ধ ও ঘৃণিত বস্তুতে পূর্ণ হত; ভোগ্যবস্তু লাভের চেষ্টায় জীবের বুদ্ধিবৃত্তির যে বিকাশ হয়, তা হ'ত না। তিনি জীবকে রক্ত, মাংস দিয়ে গড়েছেন, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ রেখেছেন; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে যদি আকর্ষণ জন্মে তাতে দোষ কার, স্রষ্টার না সৃষ্ট বস্তুর? সূর্য্য এবং অগ্নি, যেমন, তাঁরই নিয়মে, আলোক ও উত্তাপ দিচ্চে, আমিও, তেমনি, তাঁরই, নিয়মে, মোহ উৎপাদন কচ্ছি। আমায় বিনষ্ট কল্লে তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি হবে।

নারদ। তুমি ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তুলনা কল্লে, এ সঙ্গত নয়। ইতর প্রাণী কেবল তাদের রক্ত-

মাংসের আরামই চিন্তা করে; কিন্তু মানুষের পক্ষে দেহের আরামের সঙ্গে আত্মার আরামও চিন্তনীয়। তুমি মানুষের আত্মার আরাম নষ্ট কর্ব্বার চেষ্টা কর।

গ-রা। যদি করি তবে প্রতিক্রিয়ার ভার আপনা-দিগের ন্যায় ব্যক্তির হস্তে। কিন্তু আমি, প্রকৃত প্রস্তাবে, মানবাত্মার আরাম নষ্ট করি না; আমি জীবের শারীরিক বৃত্তিরই পরিচালনে শক্তিপ্রয়োগ করি। শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ আছে বলেই একের ইষ্টানিষ্ট দ্বারা অপরের ইষ্টানিষ্ট হয়। আমার কাজ আমি কচ্চি, আপনাদের কাজ আপনারা করুন। আমি যদি মোহ উৎপাদন করি, আপনারা বৈরাগ্য উৎপাদন করুন; আমি যদি পার্থিব সুখের মাধুর্য্য দেখাই, আপনারা তার অস্থায়িত্ব শিক্ষা দিন। কোন ক্ষেত্রে বট বৃক্ষ হলে তার ছায়ায় তৃণ জন্মাতে পারে না। আপনাদের উপদেশের গুণ থাক্‌লে আমার সাধ্য কি যে জীবকে পথভ্রষ্ট করি। ধার্ম্মিক এবং নীতিজ্ঞের উপর আমার অধিকার নাই। যারা ভগবদ্দত্ত বৃত্তির অপব্যবহার করে, ধন, মান এবং বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝে না, তারাই আমার প্রজা হ'বার জন্যে ব্যাকুল হয়। আপনারা তাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করুন; তাহ'লে আপনাদের এবং আমার, উভয়ের, কার্য্যের সামঞ্জস্যে সৃষ্টির মঙ্গল হবে।

নারদ। তুমি সুবিবেচকের মত কথা বল্‌চ। কিন্তু

তুমি মানবকে ধর্ম্মপথ হতে আকর্ষণ করে আন কেন? তোমার অনুচর অনুচরীগণ লোককে অলীক আশ্বাস দিয়ে তোমার অধিকারে আনে।

গ-রা। একজনকেও নয়। তারা কেবল আমার রাজ্যের সুখ, সৌন্দর্য্য ঘোষণা করে মাত্র। যারা আমার রাজ্যে আস্‌বার জন্য প্রস্তুত, তারাই সে ঘোষণা শুনে ছুটে আসে, কিন্তু সকলে আসে না। আপনার হৃদয় শ্রীভগবানের সেবার জন্য প্রস্তুত; তাই আপনি বৃক্ষের মর্ম্মরে, নদীর কল কলে, পক্ষীর কূজনে, মেঘের গর্জ্জনে তাঁর মহিমা শ্রবণ করেন। কিন্তু সকলেত শুন্‌তে পায় না, সকলেত আপনার মত ভগবানের কাছে ছুটে যায় না। সেইরূপ যারা আমার সেবার জন্য প্রস্তুত নয়, তারা আমার মহিমা শুন্‌তে পায় না; পেলেও মুগ্ধ হয় না।

নারদ। তোমার এই কথাগুলির অর্থ আমার সুস্পষ্ট বোধগম্য হল না। প্রমাণ দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দাও।

গ-রা। যে আজ্ঞা। আপনার আগমনের অল্পক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে কতকগুলি নরনারী আমার প্রজা হবে বলে এখানে এসেছে। এখন পর্য্যন্ত আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, কোন প্রলোভনই দেখাইনে। আমি একে একে তা'দিগকে আহ্বান কচ্চি; আপনি দেখুন, আমি তা'দিগকে ডেকেছি কি তারা নিজেই প্রস্তুত ছিল বলে এসেছে। আপনি ইচ্ছানুসারে তা'দিগকে আপনার

বীণা স্পর্শ করাবেন; তা হলেই তাদের মনের ভাব সঙ্গীতে ব্যক্ত হবে। প্রয়োজন মত আমি তাদের পরিচয় দেব; আমার মায়ায় তারা আপনার এবং আমার কথোপ-কথন শুন্‌তে পাবে না। দৌবারিক! যাও প্রথমে অর্থান্বেষী বিদ্বানকে সঙ্গে নিয়ে এস।

দৌবারিকের প্রস্থান ও অর্থান্বেষীর সঙ্গে পুনরাগমন।

অর্থা। জয়! গন্ধর্ব্বরাজের জয়! আমি আপনার ভক্ত প্রজা; আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

গ-রা। (নারদের প্রতি) এই যুবক অতি বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান; কিন্তু অর্থচেষ্টায় বিদ্যা, বুদ্ধি সমস্তই নষ্ট কচ্চে। যা শিখেছিল, চর্চ্চার অভাবে, ক্রমে, সমস্তই ভুলে যাচ্চে। আপনার যা ইচ্ছা হয়, একে জিজ্ঞাসা কত্তে পারেন।

নারদ। (অর্থান্বেষীর প্রতি) বাপু! তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। তুমি কি অধ্যয়ন আর অধ্যাপনাতেই জীবন উৎসর্গ করেছ?

অর্থা। না ঠাকুর! তা'তে টাঁকা হয় না। পণ্ডিত, ম্যাষ্টর বল্লে কেউ খাতির করে না।

নারদ। তুমি ভারতবর্ষে জন্মেছ; পণ্ডিতেরা দারি-দ্র্যকে এদেশে মাথার ভূষণ করে নিয়েছিলেন। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, কপিল, শঙ্কর কে ধনবান্‌ ছিলেন?

অর্থা। সেটা সেকাল, আর এটা একাল। ব্যাটারা

নাম লিখ্‌তে পর্য্যন্ত জানে না, অথচ যখন গাড়ী হাঁকিয়ে, গায়ে কাদা দিয়ে, চলে যায়, তখন শরীরটা যে জ্বলে ওঠে। কারুর বাড়ীতে দেখি সমস্ত রাত পঞ্চাশটা বিজলী বাতি জ্বল্‌ছে; আর আমার শ্রীমতী যখন প্রদীপে একটার উপর দুটো সল্‌তে দেন, তখন, মা এসে বলেন "বউমার একটু বিবেচনা নেই, কেবল তেল পোড়াচ্চেন, এতে কি করে খরচ কুলুবে?" এ সব কি সহ্য হয়? বিদ্যা, বুদ্ধি যা বল, সকলের উপরে হ'ল টঁাকা, টঁাকা, টঁাকা।

নারদ। সকলে টাকা বলে, তুমি টঁাকা বল কেন?

অর্থী। তারা মূর্খ, আমি বিদ্বান্, সেই জন্য। বঙ্ক শব্দের অর্থ যদি বাঁকা, শঙ্খ শব্দের অর্থ যদি শাঁখা হয়, তবে কোন্ নিয়ম অনুসারে টঙ্ক এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ টঁাকা না হ'য়ে টাকা হ'বে? এতদিন যে বিদ্যা উপার্জ্জন কল্লেম তা কি ভুলে যেতে বলেন?

নারদ। না না, বিদ্বানের পক্ষে বিদ্যার চর্চ্চা রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন তুমি, একবার, আমার বীণাটী স্পর্শ কর।

(বীণা স্পর্শে নৃত্যভঙ্গীতে সঙ্গীত)।

আমায় দিলে না কেন টঁাকা?
বলি, ও বিধেতা!
আমার বিদ্যে, বুদ্ধি যা দিয়েছ,
সব হল যে ফাঁকা।

(ভাবি) ডিপ্‌টীগিরির আশে,
যাব সাহেব সুবোর পাশে,
চাপরাসী সব ঢুক্‌তে দেয় না
মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে ;
(তারা কাজের আগে ইনাম খোজে)
তারা ভোগের আগে প্রসাদ খোজে
আবার কথা বলে বাঁকা।
(কভু) চোগা চাপকান গায়
গিয়ে বসি ঝাউতলায় ;
মক্কেল কেউ ফিরে না চায়,
বুকটো ফেটে যায় ;
আমার মনের দুঃখ বল্‌ব কারে,
মনেই থাকুক আঁকা।

গ-রা। উত্তম! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক।

অর্থান্বেষীর অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

গ-রা। দৌবারিক! যাও, ইন্দ্রিয়াসক্ত নরনারী-দ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে এস।

নারদ। নিষ্প্রয়োজন; তাদের ব্যবহার সুপরিচিত; অন্য কারুকে আনাও।

গ-রা। তবে যাও, ভোগলোলুপকে সঙ্গে নিয়ে এস।

দৌবারিকের গমন ও ভোগলোলুপকে সঙ্গে লইয়া পুনরাগমন।

গ-রা। দেবর্ষি! এর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার

প্রয়োজন নাই; আপনার বীণাস্পর্শেই এর মনোগত ভাব ব্যক্ত হ'বে।

ভো-লো। জয় মহারাজের জয়!

নারদ। তোমার নিবাস কোথায়?

ভো-লো। আমোদপুর।

নারদ। তোমার কথা আমি পূর্ব্বেই শুনেছি। এখন তুমি আমার বীণাটী স্পর্শ কর।

নারদের বীণাস্পর্শে ভোগলোলুপের নৃত্যভঙ্গীতে সঙ্গীত।

তিন কালটা গেছে আমার, তবু আমি মর্‌ব না;
মর্‌ব না, মর্‌ব না, মর্‌ব না।

তোমরা যতই বল সর সর, কিন্তু আমি সর্‌ব না;
সর্‌ব না, সর্‌ব না, সর্‌ব না।

কেউ বলে যাও গয়াকাশী, কেউ বলে হও তীর্থবাসী,
বয়স আমার হ'ল আশী, ও পথ তবু ধর্‌ব না;
ধর্‌ব না, ধর্‌ব না, ধর্‌ব না।

কতই পোষাক হাল ফ্যাসানে উঠ্‌তেছে, ভাই! দিনে দিনে,
ভাবি আমি মনে মনে সে সব কি হায়! পর্‌ব না;
পর্‌ব না, পর্‌ব না, পর্‌ব না।

করেছি, ভাই! বাগানবাড়ী, করেছি এই জুড়ী গাড়ী,
যেতে বল্‌চ তাড়াতাড়ি এ সব কি ভোগ কর্‌ব না;
কর্‌ব না, কর্‌ব না, কর্‌ব না।

পরিপাটী দাঁত বাঁধিয়ে, পাকা চুলে কলপ দিয়ে,
কত বুড় গেছে তরে, আমি কি, ভাই! তর্‌ব না?
তর্‌ব না, তর্‌ব না, তর্‌ব না।

(গন্ধর্ব্বরাজের প্রতি) মহারাজ! আপনি ভিন্ন আর কেউ আমার মনের কথা জানে না; আপনি আমায় আশ্রয় দিন।

গ-রা। তুমি স্বচ্ছন্দে থাক, ইচ্ছামত সুখভোগ কর।

(ভোগলোলুপের অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

দৌবারিক! যাও, স্বদেশীকে সঙ্গে নিয়ে এস। দেবর্ষি! আপনি স্বদেশীকে দুটী একটী কথা জিজ্ঞাসা করুন।

দৌবারিকের সঙ্গে স্বদেশীর প্রবেশ।

নারদ। বাপু! তুমি কি স্বদেশী?

স্ব। (উচ্চৈঃস্বরে) সাবধান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! আমি প্রকৃত দেশভক্ত, প্রত্যেক ভারতবাসীকে আমার মাতৃ-গর্ভজ বলে জ্ঞান করি, (মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) নচেৎ, তোমার দাড়ি ধরে, একটী ঘুঁসিতে তোমার যে কটী দাঁত পড়্‌তে বাকী আছে, তা' ভেঙে দিতুম।

গ-রা। একি! একি! হঠাৎ তুমি এত উত্তেজিত হলে কেন? তুমি কার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কচ্চ জাননা? ইনি যে দেবর্ষি।

স্ব। হন দেবর্ষি, হন নরর্ষি! যিনি আমার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করেন, তাঁকে আমি ক্ষমা কত্তে পারিনা। তিনি তদ্দ্বারা কেবল আমাকে নয় আমার প্রিয় স্বদেশকেও আঘাত করেন।

নারদ। গন্ধর্ব্বরাজ! আমার জন্য চিন্তিত হয়োনা, আমি প্রভুর কাজ কত্তে এসেছি; কুৎসা, কটূক্তি, প্রহার অঙ্গের ভূষণ বলে গ্রহণ কর্‌ব। (স্বদেশীর প্রতি) বাপু! আমি, না জেনে, যদি তোমার মর্য্যাদাভঙ্গ করে থাকি, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

স্ব। এ ব্যবহার ভদ্রোচিত। ক্ষমা প্রার্থনা কল্লে, ক্ষতিপূরণ কল্লে, আর কোন ক্রোধ থাকেনা। এস।

(নারদের করমর্দ্দন)

না। বাপু! আমি তোমার কি মর্য্যাদাভঙ্গ করেছি তা'ত এখনও বুঝ্‌তে পাচ্চিনা, আমায় বল।

স্ব। তুমি আমায় বল্লে স্বদেশী, কিন্তু আমি হচ্চি বিষম স্বদেশী, স্বদেশীর অপেক্ষা অনেক উচ্চে আমার আসন।

না। উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আমি জানি না। অনভিজ্ঞ আমি; আমায় বুঝিয়ে দাও।

স্ব। ব্যাকরণ পড়েছিলে? জান? "উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।" উপসর্গের যোগে ধাতুর অর্থ, যেন বলপূর্ব্বক, অন্য প্রকার করা হয়। হৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্‌ প্রত্যয় কল্লে হার হয়। কিন্তু তার সঙ্গে উপসর্গের যোগে

সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ শব্দ হয়; যথা আহার, বিহার, সংহার প্রহার ইত্যাদি।

না। হাঁ, এ সূত্রটী আমি জানি।

স্ব। আচ্ছা তুমি এই সূত্রটী জান? "শব্দযোগেন শব্দস্য ভিন্নার্থো জায়তে সদা।" শব্দের সহিত শব্দের যোগে বিভিন্নার্থ হয়। যেমন কাল শব্দের সহিত মহৎ শব্দের যোগে হয় মহাকাল, কিন্তু মা শব্দের যোগে হয় মাকাল।

না। না ও সূত্রটী আমি জানি না কিন্তু সূত্রের প্রতিপাদন আমার পরিচিত।

স্ব। তুমি যদি বল্‌তে ও সূত্রটী আমি জানি, তা'হলে আমি বুঝ্‌তুম তুমি দাম্ভিক আর মিথ্যাবাদী; কারণ ও সূত্রটী আমার নিজের রচনা। কিন্তু তুমি তা' বলনি; এতে তোমার সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাচ্চে। তার উপর তুমি আমার অপমান করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ, সুতরাং দেখ্‌চি তুমি সজ্জন। তোমার সঙ্গে সরল ভাবে কথা কইতে আমার বাধা নাই। বল, তুমি কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে, বল।

না। আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম স্বদেশী ও বিষম স্বদেশী উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

স্ব। শোন। স্বদেশী শব্দটা এখন ঘৃণার আস্পদ হয়েছে। এই জন্য আমরা ওটার সঙ্গে প্রশম, অসম এবং বিষম এই তিনটী শব্দ যোগ করে, প্রশমস্বদেশী, অসম-

স্বদেশী এবং বিষমস্বদেশী এই তিনটী যৌগিক শব্দ উৎপাদন করেছি। আমি এবং আমার মত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিষমস্বদেশী।

না। এই তিন শ্রেণীর বিশিষ্ট লক্ষণ কি ?

স্ব। স্বদেশীদের মধ্যে যারা, ম্যাদ খেটে, মুছলিকা দিয়ে, দেশান্তরিত হয়ে, এখন, চুপচাপ করে আছে, এবং যারা বাতে পড়ে, বহুমূত্রে ভুগে শয্যাশায়া হয়েছে, আমরা তাদের বলি প্রশমস্বদেশী ; যারা ইস্কুল পাঠশাল করে ছেলে পুলেকে লেখা পড়া শেখায়, রোগীকে ঔষধ দেয়, পুকুর কাটায়, জঙ্গল সাপ করে, আমরা তাদের বলি অসমস্বদেশী। কিন্তু এ দুইই নিম্নশ্রেণীতে ; আমরা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে, আমরা হচ্চি বিষমস্বদেশী।

না। তোমরা কি কর ?

স্ব। আমরা বক্তৃতা দিই আর ভবিষ্যৎবংশ বৃদ্ধি করি।

না। আর কিছু নয় ?

স্ব। আবার কি ? উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি ভাব, গৌণ-মুখ্য সম্বন্ধ। এই দুই কল্লেই সব হল। আমরা বক্তৃতা দিই, ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গলের জন্যে ; আর ভবিষ্যৎ-বংশ বৃদ্ধি করি, বক্তৃতা শোন্‌বার জন্যে। তা হলেই হল।

গ-রা। তুমি এমন বিষম স্বদেশী, এমন গুণবান, হয়ে একটী সামান্য কথার জন্যে এই জগৎ-পূজ্য ব্রাহ্মণকে ঘুঁসি তুলে ছিলে ?

স্ব। ওটা আমাদের মধ্যে অপ্রচলিত নয় ; দূষনীয়ও নয়। প্রকাশ্য সভাতেও আমাদের কেবল মুখটা নয় হাত, পা টাও চলে। মাঝে মাঝে জুতা ছোড়াছুড়িও হয়। বিষমস্বদেশী হলেও আমরা আত্মমর্য্যাদা ওরফে আমিত্বপ্রিয়তা ছাড়্তে পারি না। আমরা যে আমাদের স্বদেশকে কিছু কম ভালবাসি তা নয়, কিন্তু আমরা আমাদের আমিত্বটাকে কিছু বেশী ভাল বাসি।

গ-রা। বেশ! তোমার আগমনে গন্ধর্ব্বরাজ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার হবে। এখন তুমি বিদায় নিতে পার।

স্ব। সে কি, মহারাজ! আমায় বিদায় নেবার কথা কি বল্‌ছেন ? আমার যে এখনও বক্তৃতা করা হয়নি। শ্বেতদ্বীপের রাজা পূর্ব্বে সূর্য্যাস্তআইন করেছিলেন, তাতে রাজা মহারাজারাই, খাজনা না দিলে, বিপদে পড়্তেন, এখন আবার যে নূতন সূর্য্যাস্তআইন করেছেন তা'তে আমাদেরও বিপদ্। সূর্য্যাস্তের পর মুখ খুল্‌বার উপায় নেই। সেই দুঃখেই ত আমি মহারাজের আশ্রয় নিয়েছি। আপনি অনুমতি দিন, যেখানে সেখানে, রাতদিন, লোকে শুনুক না শুনুক্, আমি, অন্ততঃ একা একাও, প্রকাশ্য বক্তৃতা কর্‌তে পারি। আমি কেমন বক্তৃতা কত্তে পারি, এখনই তার নমুনা দেখাতে প্রস্তুত আছি।

গ-রা। বেশ! দেখাও।

স্ব। (বারংবার কণ্ঠ-পরিষ্কার শব্দ করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে, অধোদেশে হস্ত সঞ্চালন করিয়া) কই! আমি বক্তৃতা কত্তে দাঁড়ালুম, এখনও আপনার সভাসদেরা করতালি দিলে না? এতে আমার স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ হবে কেন? এতে যে আমার প্রতি অনাদর দেখান হল। কলিকাতা মহানগরী হলে আমার দাঁড়াবার পূর্ব্বেই করতালিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হ'ত।

গ-রা। এরা তোমাকে এখনও চেনেনা; তাই উপযুক্ত সমাদর দেখাতে পারেনি। এই আমরা সকলেই করতালি দিচ্চি, তুমি আরম্ভ কর। (উচ্চ করতালি-ধ্বনি)

প্রথমে সঙ্গীত।

স্ব। বল্ মা ভারতজননি!
কি দুঃখে তুই, দিবানিশি, মলিনবদনী? (হেন)
ত্রিশ কোটি যার ছেলে, মেয়ে
নেচে, কুঁদে বেড়ায় ধেয়ে,
কাঁদে সে কি ব্যথা পেয়ে দিবারজনী?
আমরা তুলে "হা হা" হাসি,
বলি তোরে ভালবাসি,
তোর কেন, মা! অশ্রুরাশি ভিজায় অবনী? (তবে)

এইবার বক্তৃতা।

শুন, সভ্য মহোদয়গণ!
শুন, সভ্যা মহোদয়াগণ!

শুন দোঁহে, আকাশ, পবন !
জল, স্থল, শুন ত্রিভুবন !
কহি আমি ভবিষ্য-বচন,
পরিশুদ্ধ করি উচ্চারণ,
বাহুদ্বয় করি আস্ফালন,
বক্ষোদেশ করি প্রসারণ,
শির মম করিয়া কম্পন,
নেত্রযুগ করিয়া ঘূর্ণন,
সর্ব্ব অঙ্গ করি সঞ্চালন,
অহোরাত্র না হ'তে পূরণ,
নব রাজ্য হবে সংস্থাপন।
দিব্য চক্ষে করিনু দর্শন ;
নহে ইহা নিশার স্বপন।
শুন, তার কহিব কারণ ;
কিসে মোরা অপটু, অক্ষম ?
নারিকেল-মালায় কেমন
করিয়াছি বোতাম গঠন ;
কেশতৈল করেছি সৃজন
নানা নামে, সহস্র রকম,
কিসে মোরা অপটু, অক্ষম ?
অই দেখ ভেদিয়া গগন
হিমাচল করেন দর্শন ;
অই শুন, তুলি কলস্বন,
ভাগীরথী করেন গমন ;

ব্যাস, অত্রি, ভৃগু তপোধন
এই দেশে লভিলা জনম ;
কিসে মোরা অপটু অক্ষম ?
অতএব শুন সভ্যগণ !
দিবানিশি কর আন্দোলন,
আবেদন তথা নিবেদন ;
শিক্ষা, দীক্ষা দাও বিসর্জ্জন,
লেখাপড়া ছাড়, ছাত্রগণ !
সভ্যা যত ছাড়হ রন্ধন,
হ'ক নিত্য রাখী-সংবন্ধন ;
হবে তাহে অভীষ্ট পূরণ ।
আর কিছু নাহি প্রয়োজন ;
কি আর কহিব, বন্ধুগণ !
এইখানে হ'ক সমাপন ।

গ-রা। অপূর্ব্ব বক্তৃতা তোমার ; গন্ধর্ব্বরাজ্যে আমরা পূর্ব্বে কখন এরূপ বক্তৃতা শুনিনে। তুমি আমার রাজ্যের ভূষণ হয়ে থাক। সম্প্রতি আমার অন্য কার্য্য আছে, তুমি এস।

অভিবাদনান্তে স্বদেশীর প্রস্থান।

গ-রা। দৌবারিক ! তুমি উদ্ধতাকে সঙ্গে নিয়ে এস। দেবর্ষি ! আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাকেও কিছু জিজ্ঞাসা কত্তে পারেন।

দৌবারিকের সহিত উদ্ধতার প্রবেশ।

নারদ। (উদ্ধতার প্রতি) বাছা ! তোমার নাম কি ?

উ। তুমিত দেখ্‌ছি বড় অসভ্য, ভদ্রমহিলার নাম জিজ্ঞাসা কর।

নারদ। বাছা ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ; তোমার পিতামহের অপেক্ষাও, বোধ হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি জিজ্ঞাসা কল্লে কোন দোষ নাই। তোমার নামটী কি বল।

উ। আমার নাম শ্রীমতী ম্যানিলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারদ। বন্দ্যোপাধ্যায় অতি গৌরবজনক নাম ; বন্দ্য এবং উপাধ্যায়। পূজনীয় বেদাধ্যাপক। তোমার স্বামী কোন্ বেদ অধ্যাপনা করেন ?

উ। নির্ব্বোধ ! নির্ব্বোধ ! আমার স্বামী কি টুলো পণ্ডিত ? তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি ; তাঁর লাট কাউনসিলের সভ্য পর্য্যন্ত হবার সম্ভাবনা। তিনি বেদ অধ্যাপনা কর্ব্বেন ? ধিক্ !

নারদ। বুঝলাম, যদিও তোমার স্বামী বেদ অধ্যাপনা করেন না, কিন্তু তিনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি ; সেইজন্য তাঁর উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় ; কিন্তু ম্যানিলা শব্দটীর অর্থ কি ?

উ। তুমি, ঠাকুর ! দেখ্‌চি কিছুই জাননা ; প্রিয় বস্তুর বা ব্যক্তির নাম অনুসারে কন্যার নাম রাখা সভ্য সমাজের নিয়ম। এই জন্য কেউ কন্যার নাম রাখেন লিলি, কেউবা রাখেন রোজ ; আমার পিতা ম্যানিলা চুরুট

বড় ভাল বাসেন; তাই আমার নাম রেখেছেন শ্রীমতী ম্যানিলা।

নারদ। তোমার পিতা কি বেঁচে আছেন?

উ। আছেন বৈকি! এই সে দিন কিছু খরচের জন্যে কত কাকুতি মিনতি করে পত্র লিখেছিলেন।

নারদ। তুমি ভাগ্যবতী তাই এত দিন পর্য্যন্ত পিতার সেবা কর্‌তে পাচ্চ।

উ। আমি সেবা কর্‌ব? আমি কি দাসী না চিকিৎসালয়ের ধাত্রী যে সেবা কর্‌ব? তুমি দেখ্‌ছি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা কইতে শেখ নাই। চুপ কর।

নারদ। বাছা! বিরক্ত হয়োনা। আর আমি কিছু বল্‌বনা; একবার, আমার এই বীণাটী স্পর্শ কর,।

বীণাস্পর্শে উদ্ধতার নৃত্যভঙ্গীতে সঙ্গীত।

আমি হাল ফ্যাসনের নারী।
আমি লিখ্‌তে, পড়্‌তে, নাচ্‌তে, গাইতে সকল কাজই পারি।
মেজাজে মোর সই, সাঙাতী সবাই থাকে তুষ্টু,
শাশুড়ী ঠাক্‌রণটী শুধু মনে মনে রুষ্টু,
মাগী বিষম দুষ্টু;
আমি তর্কযুদ্ধে কারুর কাছে কখন না হারি।
কর্ত্তাটীরে লয়ে আমি মনের সুখে থাকি,
বাপ্‌ কুলের কি শ্বশুর কুলের খবরটাও না রাখি,
তা'তে ক্ষতিই বা কি?

আবার বুঝলে কেউ চোক্‌টা রাঙাই, মুখটা করি ভারী।
রান্না ঘরে গেলে আমার হিষ্টিরিয়া হয়,
হাতা, বেড়ীর সাথে কভু নাহি পরিচয়,
চোখে দেখ্‌লে লাগে ভয়;
আমার উড়ে বামুন রাঁধে অন্ন, বাবুর্চ্চি তর্‌কারী॥

গ-রা। বাছা! তোমার পরিচয় পেয়ে বড় সুখী হলাম। তুমি গন্ধর্ব্বরাজ্যে, স্বচ্ছন্দে, বাস কর্‌তে পার। দৌবারিক! এঁকে নিয়ে যাও আর খেতাব-পাগ্‌লাকে সঙ্গে নিয়ে এস।

[উভয়ের প্রস্থান এবং খেতাব পাগ্‌লাকে সঙ্গে লইয়া দৌবারিকের পুনরাগমন।]

খে। জয় মহারাজের জয়! দেশের লোক আমায় পাগ্‌লা বলে। কিন্তু কোন্ বেটা পাগ্‌লা নয়? কেউ ধনের পাগ্‌লা, কেউ বিদ্যের পাগ্‌লা, আবার কেউবা বউপাগ্‌লা। আমি না হয় খেতাবপাগ্‌লা। যারা খেতাবটাকে ঠাট্টা করে, তারাও গেজেট খুঁজে দেখে, নামটা বেরিয়েছে কিনা। কেউ সার, কেউ মহারাজা, কেউ রায়বাহাদুর, আবার কেউবা রাওসাহেব। আর আমি পথে ঘাটে পেণ্টুলন টুপি পরা লোক দেখলেই হাঁটু পেতে বাও করি, আমি একটা বাওসাহেব হতে পাল্লুম না। এই কি বিচার! সেই দুঃখে আমি আপনার কাছে এসেছি, আমায় একটা খেতাব দেন।

না। কি উপাধি পেলে তুমি তুষ্ট হও?

খে। কেন, ঠাকুর! কিছু মতলব আছে নাকি? চৌরঙ্গীর ধলা সাহেব বল্লেন, তারকেশ্বর থেকে ত্রিবেণীর রাস্তা বাঁধা হবে, তুমি বিশ হাজার টাকা চাঁদা দাও, তোমায় রাজা খেতাব দেবার জন্যে আমি লিখব।" চুণোগলির কালা সাহেব বল্লেন "আমাদের clubএর জন্যে ল্যাজারসের বাড়ী থেকে একটা নূতন বিলিয়ার্ড টেবল কিনে দাও, নূতন বচ্ছরের গেজেটে দেখ্‌বে তুমি রায় বাহাদুর শ্রেণীতে আছ।" অমুক কাগজের সম্পাদক বল্লে একটা সুপাররয়েল প্রেস কিনে দাও, প্রতি সপ্তাহে তোমার কথা কাগজে লিখ্‌ব। আর তা হলে, নূতন বচ্ছরে না হউক, জন্ম দিনের গেজেটে তোমার রায়সাহেব উপাধি হবেই হবে। বড় বড় সাহেবেরা আমার কাগজ পড়ে।" সব বেটাই সব কল্লে। তুমিও জিজ্ঞেসা কচ্চ "কি উপাধি পেলে তুষ্ট হও?" কিছু মত্‌লব আছে নাকি? যদি তুমি মহারাজের মোসাহের হও, তবে, ওঁকে বল, আমায় বাওসাহেব উপাধি দিন্। bow বাও কত্তে আমার আলিস্যি নেই।

গ-রা। ভাল! তাই হবে; এখন তুমি একবার দেবর্ষির বীণাটী স্পর্শ কর।

বীণাস্পর্শে করতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া সঙ্গীত।

রাগিণী—বারোয়াঁ, তাল—আড়াঠেকা।

বৃথা এ জীবন গেল, সাধ না মিটিল মনে ;
স্থান দেমা, ভাগীরথি! আমি পশিব তব জীবনে।
ঘটী, বাটী দিয়ে বাঁধা প্রাণপণে দিনু চাঁদা,
হায়রে মনের ধাঁধা! গেল সব অকারণে।
প্রতি নববর্ষ এলে ভাসি আমি আঁখি-জলে,
ভাবি মনে, জন্মদিনে, মিলিবে খেতাব ;
তাও আসে, চলে যায়, এ দুঃখ কহিব কায় ;
আমি মজিনু মজিনু, হায়! মজিলাম ধনে, প্রাণে॥

গ-রা। আর তোমায় খেদ কত্তে হবে না ; আজ হতে গন্ধর্ব্বরাজ্যে তোমাকে সকলে বাওসাহেব বল্‌বে। কিন্তু সাবধান! যখন বাওসাহেব খেতাব পেলে, তখন বাও কত্তে ভুল না ; ইন্দ্রুঁ, পিদ্রুঁ যাকে দেখ্‌বে, সাষ্টাঙ্গ হয়ে বাও করবে। এখন তুমি এস।

খ্যা-নে। অবশ্য, অবশ্য কর্‌ব। মহারাজের জয় হ'ক।

অভিবাদনান্তে খেতাবপাগলার প্রস্থান।

দৌবারিক। মহারাজ! সেনাপতি বসন্তসেন তিনটী নূতন প্রজা সঙ্গে নিয়ে আসচেন; সকলেই সুবেশ, সুপুরুষ, বোধ হয়, গণ্যমান্য ব্যক্তি হবেন।

গ-রা। উত্তম সংবাদ! সঙ্গে নিয়ে এস।

বসন্তসেনের সঙ্গে যথাযোগ্য বেশধারী তিনটী পুরুষের প্রবেশ।

বসন্ত। মহারাজের জয় হউক! এঁরা সকলেই, মহারাজের মহিমা শুনে, এ রাজ্যে বাস কর্‌বার জন্যে এসেছেন। অনেক দিন হ'তেই এঁরা মহারাজের প্রতি অনুরক্ত, কেবল, শ্বেতদ্বীপের রাজার ভয়ে এত দিন মহারাজের কাছে আস্‌তে পারেন নি। এখন তিনি কোন মহাযুদ্ধে লিপ্ত আছেন এই সুযোগ বুঝে মহারাজের চরণাশ্রয়ে এসেছেন। এঁরা সকলেই দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তি; কেউ ব্যারিষ্টার, কেউ জমিদার, কেউ সওদাগর।

প্র। মহারাজের জয় হ'ক। আমি আদালতে হাজির না হলেও যাতে fee ফিটা পাই তার আদেশ দিন।

২য়। আমার যেন হজম হয়, আর রাত্তিরে ঘুম হয়।

৩য়। দেশ থেকে অবাধবাণিজ্যটা যেন উঠে যায়।

গ-রা। তোমাদের এরূপ প্রার্থনার কারণ কি, প্রত্যেকে, আমায় বুঝিয়ে বল।

১ম। মহারাজ! ভাবুন, আমি রাম, শ্যাম, যদু তিনজনের টাকা খেয়েছি। একই সময়ে, তিন এজলাসে, তিনজনের মোকদ্দমা উঠ্‌ল। মোটা মক্কেলটার টানে আমায় যেতে হল; রোগা দুটো আমায় তেমন টান্‌তে পাল্লেনা; এতে আমার দোষ কি? হাকিম নিজের সুবিধা দেখেন, আমার সুবিধা দেখেন না। মক্কেলগুল চিরকালই বোকা, কিন্তু তাদের এটা অন্ততঃ বোঝা উচিৎ যে, আমি

মানুষ ; সর্ব্বব্যাপী নই। তারা টাকা ফিরে চায়। আমি প্রায়ই দিইনা ; জুনিয়ার পাঠিয়ে, না হয়, ব্রিফ্ পড়েছি বলে পুরো টাকাটাই গাপ্ করি ; ক্বচিৎ কখন বাধ্য হয়ে ফিরৎ দিতে হয় ! যাতে, একবারেই, দিতে না হয় আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

২য়। মহারাজ ! আমি টাকা আদায়ের জন্যে নায়েব পাই, হিসাব রাখ্‌বার জন্যে মুহুরী পাই, ছেলে পড়াবার জন্যে মাষ্টার পাই, ভিখারী তাড়াবার জন্যে দ্বরোয়ান পাই, এমন কি লাটকাউন্সিলের বক্তৃতা লিখেদেবার জন্যে সেক্রেটারী পর্য্যন্ত পাই ; কিন্তু আমার হয়ে হজম কত্তে পারে, রাত্তিরে ঘুমুতে পারে, এমন লোক পাই না। হাকিম, বদ্যি, ডাক্তার, কবিরাজ, অবধূত কত বেটাকে কত টাকা দিলুম, কেউ কিছু কত্তে পাল্লে না। হয় আপনি আমার হয়ে ঘুমুতে আর হজম কত্তে পারে এই রকম একটা লোক দিন, না হয়, আমি যাতে ঘুমুতে আর হজম কত্তে পারি তার উপায় করুন। কিন্তু লোক পেলেই আমার সুবিধা ; নিজের কিছু কত্তে হয় না।

৩য়। মহারাজ ! অবাধ বাণিজ্যে সাধারণেরই উপকার ; আমাদের মত সওদাগরের তাতে লাভ নাই। কেউ যাতে আমাদের ব্যবসায়ে ঢুক্‌তে না পারে, আমরা, ইচ্ছামত, যাতে দর বাড়াতে পারি, মেকী চালাতে পারি, ভেঁজাল মিলাতে পারি, আপনি সেই রকম একটা আইন করুন।

গ-রা। আমি তোমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা স্মরণ রাখ্‌ব।

বসন্ত। মহারাজ! অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে আমার প্রদত্ত শিক্ষায় এঁরা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছেন। অনুমতি হলেই এঁরা নিজের নিজের গুণগান কর্ব্বেন।

গ-রা। উত্তম।

বসন্তসেনের সঙ্গীতশিক্ষকের (Band-master) অনুকরণে অঙ্গুলি সঙ্কেত এবং আগন্তুকদিগের বসন্তসেনকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া নৃত্যভঙ্গীতে সঙ্গীত।

আমরা দেশের অগ্রগণ্য।
দেশের অগ্রগণ্য, আমরা দেশের অগ্রগণ্য ;
ধনে, মানে, জ্ঞানে মোদের সবাই বলে ধন্য॥

ব্যারিষ্টার। অগ্রগণ্য আমি ; কারুর নাহি রাখি তক্কা ;
সমান আমার কাশী, গয়া, জেরুজালেম, মক্কা।
শ্রাদ্ধ শান্তি, বিষম ভ্রান্তি, সব দিয়েছি তুলে ;
হরিনাম কি দুর্গা নামটা নাহি বলি ভুলে।
ছেলে আমায় বাবা লোক, মেয়ে আমার মিছ্‌ ;
চাকর ডাকি বয় বলে, কুকুর ডাকি হিছ্‌।
আইন, কানুন সকল দিকে আছে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ;
(কবল) বুঝিনা যে চূণোগলির কর্ত্তেছি দল সৃষ্টি।
টাকার জোরে, মুখের জোরে, কাটবে আমার দিন ;
বাবালোক সব জয়ঢাক নেবে, গেলে পুরুষ তিন।

জমীদার। অগ্রগণ্য আমিই ; আমার দিব পরিচয়,
অগ্রে বলি, কর্ণওয়ালিস্‌! হ'ক তোমার জয়।

বাপ, দাদা রেখেছেন টাকা, বসে বসে গুণি ;
টিং টুং টিং, টিং টুং টিং মধুর আওয়াজ শুনি।
গদি আছে, তাকিয়া আছে, আছে আলবোলা,
আরামচৌকীর মাঝে আছে, newspaper খোলা।
ব্রিজ খেলি, বিলিয়ার্ড চালি, ফেলি ছ তিন নয়,
অন্নচিন্তা নাহি যখন তুচ্ছ ভবভয়,
এইরূপে কোন মতে করি দিনপাত,
ভালই হত, চব্বিশ ঘণ্টা হত যদি রাত।
শত্রু আমার দেশটা জুড়ে, সবাই টাকা চায়,
চাঁদার খাতা দেখ্‌লে আমার শরীর জ্বলে যায়।
রামের বেটা, শ্যামের বেটা মুখ্‌খু হয়ে র'বে,
আমার কি তায় ? ভালই ত সে, চাকর সস্তা হবে।
অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আমায় কেন কয় ?
টাকা কি, ভাই ! তাদের বাপের ? না দিলেই তাই নয়।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জোঁকের মত লেগে থাকে কেন ?
টাকা বুঝি খোলার কুচি ? দরদ নাই মোর যেন।
মতলবটা সব বুঝি আমি, বুদ্ধির অভাব নাই ;
আল্‌সেখানার মালিক বলে দেওয়ান রাখি তাই।

সওদাগর। আমিই অগ্রগণ্য ; আমার কেবা সমতুল ?
সার বুঝেছি টাকা ছাড়া দুনিয়াতে সব ভুল।
ধর্ম্মবল, কর্ম্মবল, টাকা সবার গোড়া,
টাকা থাক্‌লে কেউটে তুমি, না থাক্‌লে, ভাই ! ঢোঁড়া।
টাকাতে কেউ বাবা বলে, কেউবা বলে দাদা,
টাকা থাক্‌লে ওয়েলার তুমি, না থাক্‌লে, ভাই ! গাধা।

তাইতে বলি যে পথে যাও, সোজা কিম্বা বাঁকা,
যেমন তেমন করে কিছু রোজগার কর টাকা।
মেকী চালাও, নকল চালাও, ভেঁজাল, পার, দাও,
দুনিয়াটা সব মেকী, ভেঁজাল দেখ্‌তে কিনা পাও?
পাপ পুণ্যটার কথা ভেবে হয়োনাক ম্লান?
টাকা থাকে স্বর্গে যাবে চড়ে ইরোপ্লান।

সকলে এক সঙ্গে দেশের অগ্রগণ্য ইত্যাদি।

গ-রা। আমি তোমাদের পরিচয়ে পরম তুষ্ট হলাম। গন্ধর্ব্বরাজ্যে থেকে যে যার কাজ কর; কোন চিন্তা নাই, কোন আশঙ্কা নাই। এখন তোমরা এস।

অভিবাদনান্তে বসন্তসেনের সহিত তিন জনের প্রস্থান।

গ-রা। দেবর্ষি! আপনি স্বচক্ষে সমস্ত দেখ্‌লেন, স্বকর্ণে সমস্ত শুন্‌লেন; এখন বলুন, অর্থচেষ্টায় বিদ্যার অপমাননাকারী এই বিদ্বান যুবক, ভোগে অপরিতৃপ্ত এই মূঢ় স্থবির, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এই নিষ্কর্ম্মা স্বদেশী, আত্মসুখ-পরায়ণা এই উদ্ধতা নারী, উপাধিভিক্ষুক এই নির্ব্বোধ দাতা, অপরিণামদর্শী এই সমাজদ্রোহী-ব্যারিষ্টার, আলস্য-পরায়ণ এই কর্ত্তব্যবিমুখ জমীদার এবং অর্থসর্ব্বস্ব এই ধর্ম্মহীন সওদাগর এদের মধ্যে কে আমার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসেছে। এরা প্রত্যেকেই কি, নিজের নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে, আমার আশ্রয়প্রার্থী হয় নি?

শরণাগতকে আশ্রয়দান রাজধর্ম্ম, আমি সেই রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত তাদের সম্বন্ধে আর কিছুই করিনে। প্রভুর নিয়মে আমি প্রবৃত্তির সঞ্চার করেছি সত্য, কিন্তু প্রবৃত্তির অপব্যবহার কত্তে বলিনে। এখন আমাকে রক্ষা করা কি বিনাশ করা প্রভুর ইচ্ছাধীন।

নারদ। আমি যা দেখ্‌লাম, যা শুনলাম প্রভুকে গিয়ে জানাব। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা হয় কর্বেন। দেখে, শুনে আমারও বড় উপকার হল। তুমি সত্যই বলেছ তোমার কাজ যেমন তুমি কচ্চ, আমারও তেমনই নিজের কাজ করা কর্ত্তব্য। নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করে, আমি, এখন হ'তে, আরও উৎসাহে, আমার কাজ কর্‌ব। দেখ্‌ব জীব, মোহের আকর্ষণ অতিক্রম করে, শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় কি না।

গ-রা। দেবর্ষি! আপনি আমার গৃহে শুভাগমন করেছেন; বলুন, কি কল্লে আপনার প্রীতি হয়।

নারদ। তুমি ত জান, সেই অভয় পদ ভিন্ন আমার আর কোন অভিলাষ নাই, কোন প্রার্থনা নাই। তবে তুমি যদি আমাকে প্রীত কত্তে চাও তোমার অনুচর, অনুচরীদিগকে নিয়ে আমার সঙ্গে গান কর। তোমরা গন্ধর্ব্বনগরের যে কল্পিত সুখ, সৌন্দর্য্য ঘোষণা করে থাক, আমি তার প্রকৃত অবস্থা পৃথিবীর লোককে জানাব। এস, গম্ভীর ভাবে, পবিত্র হৃদয়ে, আমার সঙ্গে গান কর।

গ-রা। অপ্রীতিকর হলেও আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

নারদের সঙ্গে সমস্বরে গন্ধর্ব্বগন্ধর্ব্বীগণের সঙ্গীত।

এটা গন্ধর্ব্বদের দেশ;
মানুষ যদি আসে হেথায় হয়ে যায় সে মেষ।
হাসির মাঝে হাহাকার
হেথা ওঠে অনিবার,
কায়া ভেবে ছায়ায় লোকে হানে তরবার;
হেথা কেবল আশা ভোগ-লালসা, নাহি সুখের লেশ।
যদি মনুষ্যত্ব চাও
তবে এদেশ ছেড়ে যাও,
বারির তরে মরুর পরে বৃথা কেন ধাও;
হেথা নাহি শান্তি, কেবল ভ্রান্তি, যাতনার নাই শেষ।
বোঝ বোঝ, ভ্রান্ত নর!
এটা গন্ধর্ব্বনগর,
তৃষার বারি পাবেনা এ লবণসাগর;
ও যা দেখ্‌ছ সরস, কল্লে পরশ, বুঝ্‌বে মায়াবেশ।
দেখ করে মনে ধ্যান,
অই নবঘন শ্যাম
"এস এস" বলে তোমায় করিছেন আহ্বান;
যদি চাও নিজ হিত, বুঝহ নীত,
স্মর কমলেশ;
সদা স্মর কমলেশ।

যবনিকা পতন।

গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

AMRITA BAZAR PATRIKA.—"The book before us is the first regular biography in the Bengali Language, and it may compare favourably with some of the best biographical works of the west.

HINDOO PATRIOT.—It is one of the first class biographical works that have yet made their appearance in our language.

INDIAN DAILY NEWS.—The work has supplied a desirderatum in the Bengali Language and ought to be in every Bengali library, private and public.

INDIAN MIRROR.—Like the subject of the memoir, Babu Jogindra Nath Bose has immortalised himself by being the writer of the first biography, properly so called, in the Bengali Language.

INDIAN MESSENGER.—The author's diction is chaste and elegant, his power of narration are of a high order. The book is altogether the best biography in the Bengali Language.

BENGALEE.—It is a noble monument of the great poet. Every Bengali, every lover of his country and his country's literature, should provide himself with a copy of the Book.

UNIVERSITY MAGAZINE.—The biography is one of the best written in India. The style is beautifully simple and the spirit appreciative.

ENGLISHMAN.—The work has been most carefully prepared and reflects great credit upon its author who has done an important service to Bengal and to her great poet.

STATESMAN.—In the performance of his self-imposed task, which we can well believe was also a labour of love, the author has exhibited a conscientiousness which would have done credit to a German Savant.

সঞ্জীবনী।—কি ভাষা, কি চিন্তাশীলতা, কি পাণ্ডিত্য, কি মনো-হারিত্ব, সর্ব্ব বিষয়েই ইহা বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত। যিনি এই পুস্তক পাঠ না করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্নের পরিচয় পাইবেন না। তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী।—যোগীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানি কেবল উপাদেয় এবং মনোহর হইয়াছে, তাহা নহে; এই গ্রন্থ অনেক অংশেই বাস্তবিক অপূর্ব্ব হইয়াছে।

নব্যভারত।—পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়।

হিতবাদী।—ইহা কেবল জীবন-চরিত নয়, একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা-গ্রন্থ এবং কবির সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট আলেখ্য। মাইকেলের সৌভাগ্য যে, তিনি যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় জীবন-চরিত-লেখক পাইয়াছিলেন।

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। "আপনার এ গ্রন্থ অনেকাংশে অপূর্ব্ব; ইতিপূর্ব্বে বা ইহার পরে এরূপ জীবন-চরিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। জীবন-চরিতের সহিত তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং কবির সময়ের যথাযথ চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানি অতি উপা-দেয় হইয়াছে"।

RAJ NARAYAN BOSE—It is destined to be as immortal as the principal productions of the poet himself. I greatly rejoice at the appearance of such a work in the Language.

নবীনচন্দ্র সেন। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালায় আর কখনও বাহির হয় নাই। আপনি মধুসূদনের দোষগুণ, প্রতিভা, অপ্রতিভা, নিরপেক্ষভাবে অঙ্কিত করিয়া, পাঠকের নয়নের সম্মুখে মধুসূদনের একটী জীবিত আলেখ্য প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি ক্লেশসহিষ্ণুতা, কি উদ্যম দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি এই অপূর্ব্ব জীবন-চরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের এবং তৎসঙ্গে বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের এমন অন্তরদর্শী, কাব্যরসজ্ঞ, নিরপেক্ষ সমালোচনা বঙ্গদর্শন-বান্ধব-যুগের পর আর যে পড়িয়াছি, স্মরণ হয় না।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিতবর্ণনের গ্রন্থরচনায় কোন ব্যক্তি, কোন ভাষায়, আপনার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ। আপনার পুস্তক, সর্ব্বাংশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক দিকে একখানি আদর্শ পুস্তক হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু। এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ মনে, এদেশে, এপর্য্যন্ত, কেহ কাহারও জীবন-চরিত লেখে নাই। জীবন-চরিত লেখকদিগের মধ্যে এমন ধর্ম্মভীরু, পক্ষপাতশূন্য ভক্ত বড়ই কম দেখিয়াছি।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী। কবিবর মধুসূদন যেমন কবিতারাজ্যে নবভাব ও নবশক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জীবন-চরিতের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কীর্ত্তিস্থাপন করিলে।

মূল্য ২॥০ ভিঃ, পিঃ, খরচ ।/০ ।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর দোকানে, ও ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, সিটীবুক সোসাইটিতে, পাওয়া যায়।